দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

বইপড়া কি ছেড়ে দিচ্ছি?

আজ অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুরু

■ আশিফুর রহমান সাগর

বই পড়ার অভ্যাস কি আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে? এর কারণ কী? ভালো বই নেই তাই নাকি পাঠকের পড়ার মান নেমে গেছে? নাকি প্রযুক্তির দিগন্তবিস্তারী আলোড়নে বই নিয়ে, ঘরের কোণে বসার সময় হারিয়ে ফেলেছি আমরা? গত দুই দশকে নবীন লেখক নতুন চিন্তা বা নতুন কোনো গল্প ও কবিতা নিয়ে আমাদের মনের দরজায় হানা দেয়নি। ভালো পাণ্ডুলিপি নেই। ভালো লেখার অভাবে প্রকাশকরা তুলনামূলক নিম্নমানের বই প্রকাশ করতে বাধ্যই হচ্ছেন। নিম্নমানের লেখায় বইমেলা উপচে পড়ে। এসব আজেবাজে বইয়ের চাপে অনেক ভালো বইও পাঠকের কাছে পৌঁছায় না। এই অস্থির অবস্থার কারণটাই বা কী?

সমাজজীবনের এই দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র, এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে আজ শুরু হচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাসব্যাপী আয়োজন বসছে মহা সমারোহে। কিন্তু এত আয়োজনের পরও স্কুলগুলোর লাইব্রেরি থেকে এই তো তিন দশক আগেও শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি গল্পের বই, জীবনীগ্রন্থ দেয়া হতো। শুধু পড়ার বই নয়, এর বাইরেও পড়বার মতো অনেক কিছু রয়েছে এবং একজন মানুষের বেড়ে উঠবার জন্য যে লেখাপড়ার বাইরের বই বেশি করে পড়া দরকার এটা তখন সবাই মানতেন। কিন্তু এখন স্কুলের লাইব্রেরিগুলো বন্ধই থাকে। মন্ত্রণালয় থেকে যেসব বই পাঠানো হয় সেসব বইয়ের জায়গা হয় স্কুলের হেডমাস্টারের ঘরের আলমারিতে। সেখানে তালা ঝোলে, শিক্ষার্থীদের হাতে তা পৌঁছায় না।

মানুষ যখন থেকে জ্ঞানের চর্চা শুরু করেছে তখন থেকেই বইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। মানুষের চিন্তা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকেই লাইব্রেরির সৃষ্টি। বিশ্বের প্রথম 'লাইব্রেরি আলেকজান্দ্রিয়া' লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ২৮৮ অব্দে। মিসরের সম্রাট টলেমি-১, প্রতিষ্ঠা করেন এ লাইব্রেরি। এরপর ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সকল শাখার সকল আবিষ্কার ও দলিলের সাক্ষী হয়ে ছিল এই লাইব্রেরি। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

বই পড়া

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে ইংল্যান্ডের লন্ডনে অবস্থিত 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি', যার বইয়ের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৭০ লাখ। প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লাখ আগ্রহী পাঠক এই লাইব্রেরিতে আসেন। আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, যার বই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫১ লাখ। আর প্রতিবছর ১ কোটি ৭৫ লাখ পাঠক এই লাইব্রেরিতে আসেন।

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশেও লাইব্রেরির প্রসার হতে থাকে। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নবাব, জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে লাইব্রেরি; যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলো যেন দ্যুতিহীন, ম্রিয়মাণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির অংশ হিসাবে বইয়ের গাড়ি পাড়া-মহল্লায় গিয়ে পাঠকের দরজায় বই পড়ার জন্য কড়া নাড়ছে। কিন্তু সেই উৎসাহ যেন নেই।

এবার অন্যদিকটা দেখা যাক। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, বই প্রকাশকরা আগে বইমেলায় লাভ করতে যেতেন না। বই প্রকাশটা ছিল নেশার মতো। সেই বিষয়টা এখন আর নেই।

অথচ নতুন একজন লেখককে তুলে ধরার দায়িত্ব একজন প্রকাশকেরও, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এর কারণ হিসাবে অনেকে বলছেন, আগে প্রকাশকরাও পাঠক সমাজের অংশ ছিলেন। তারা ভালো লেখা বুঝতেন, লেখকদের সঙ্গে বই প্রকাশের বাইরেও প্রকাশকদের সম্পর্ক ছিল। ফলে কোন লেখক কেমন চিন্তা করছেন এটা তারা বুঝতে পারতেন। বই নিয়ে, লেখা নিয়ে আড্ডা হতো। এসব আড্ডায় তারাই আসার সাহস করতেন যাদের পড়াশোনা রয়েছে। সেসব আড্ডার মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনার লেখক উঠে এসেছেন। একই বিষয়ে অনেকে কথা বলছেন, কিন্তু সেই বিষয়টিকে ভিন্ন আলোয় দেখছেন কে? এসব বিষয় বোঝা যেত সেসব আড্ডায়। আশির দশকের পরে সেসব আড্ডা প্রায় উঠেই গেছে। প্রকাশকরাও ভালো লেখক খুঁজে বের করার চাইতে ব্যবসার দিকে নজর দিচ্ছেন বেশি। তাই নতুন কোনো লেখকও উঠে আসতে দেখা যায়নি গত দুই দশকে– যিনি তার লেখা দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করবেন। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকের পরে সৃজনশীল ও মননশীল লেখার জগতে নতুন লেখক খুব কমই উঠে এসেছেন।

প্রফেসর ইমেরিটাস আনিসুজ্জামান বললেন, পাঠক কমছে কি না এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট জরিপ নেই। এমনও হতে পারে প্রযুক্তির চাপে; টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট প্রভৃতির ব্যবহারের কারণে মানুষের বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমছে। অন্যদিকে প্রতিবছর বইমেলায় তো বই বিক্রি বাড়ছে। ফলে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আরেকটি দিক হচ্ছে, গত বিশ বছরে নতুন কোনো লেখককে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায়নি। এখানে যেমন পাঠকের লেখককে খুঁজে বের করার দায়িত্ব রয়েছে বলে অনেকে বলেন; আমার মনে হয়, এই মাথাচাড়া দিয়ে সবার নজরে পড়ার বিষয়টা লেখককেই ঘটাতে হয়। নতুন লেখক উঠে আসার এটাই প্যাটার্ন।

ভালো পাণ্ডুলিপির অভাব যেমন রয়েছে তেমনি বইগুলোর মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। ভুলে ভরা অপরিণত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ পাচ্ছে। এসব লেখা নতুন পাঠক সৃষ্টি না করে পাঠককে বিমুখ করে তুলবে সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বললেন, বাংলা একাডেমি একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের উন্নয়ন নিয়েও আমরা কাজ করছি।

প্রতিবছর বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় মানুষের ভিড় বাড়ছে। বাড়ছে বই বিক্রি। প্রতিবছর রেকর্ডসংখ্যক বই প্রকাশিত হচ্ছে। পুরো ফেব্রুয়ারি মাস মানুষ বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ঢাকার বাইরে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাঙালিরা এসে জড়ো হন বইমেলার টানে। এটা নিঃসন্দেহে খুব ইতিবাচক দিক। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে, বইমেলার পরে সারা বছর দেশে আর কোনো নতুন বই প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। প্রকাশকরাও কোনো ভালো পাণ্ডুলিপি পেলে তা প্রকাশ করেন না। জমিয়ে রাখেন বইমেলায় প্রকাশের আশায়।

এ প্রসঙ্গে আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি বলেন, ভালো বই আসছে না। ভালো লেখকের অভাবেই ভালো বই নেই। একটা বইমেলাতে হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয় কিন্তু উল্লেখ করার মতো একটি ভালো বই পাওয়া খুব মুশকিল। প্রতিবছর মেলাতে প্রায় চার হাজার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। আর সারা বছর সব প্রকাশনী মিলিয়ে চার শ বইও প্রকাশিত হয় না। ফলে প্রকাশকরা বাধ্য হয়েই বইমেলার ওপরে নির্ভরশীল। কারণ অন্যসময়ে বই প্রকাশ করলেও তা বিক্রি হয় না। ফলে বলাই যায় যে, আমাদের পাঠকও বইমেলাকেন্দ্রিক। অন্যসময়ে পাঠকেরও বইয়ের প্রতি খুব একটা নজর থাকে না।

প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, পাঠকের চাহিদা ভালো বই। আর ভালো বইয়ের জন্য ভালো লেখক প্রয়োজন। ভালো লেখক তারাই যারা বাংলা সাহিত্যকে উঁচুমানে নিয়ে যাবেন। বাংলা ভাষার পাঠক শুধু বাংলাদেশে নেই। ভারতসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই পাঠকরা বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ পাচ্ছেন। তাদের কাছে নিজেদের লেখার সাহিত্যমানের প্রমাণ রাখতে হবে। কিন্তু সেটা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া কপি এডিটিং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকাশকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে বই প্রকাশনার মান উন্নত হবে না বলেও জানান তিনি।